ইবনুল ইনসান

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু ১

১(১,২) মাননীয় থিয়ফিল, আমাদের মধ্যে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা যারা প্রথম থেকে নিজের চোখে দেখেছেন ও আল্লাহর কালাম প্রচার করেছেন, তারা আমাদের কাছে সমস্ত বিষয় জানিয়েছেন, আর তাদের কথামতোই অনেকে সেসব বিষয় পরপর সাজিয়ে লিখেছেন। (৩)আমি সেসব বিষয় সম্বন্ধে প্রথম থেকে ভালোভাবে খোঁজখবর নিয়ে আপনার জন্য তা একটি একটি করে লেখা ভালো মনে করলাম; (৪)এর ফলে আপনি যা জেনেছেন তা সত্যি কিনা জানতে পারবেন।

(৫)ইহুদিয়া প্রদেশের বাদশাহ হেরোদের সময় ইমাম আবিযার বংশের যারা ইমাম ছিলেন, হযরত জাকারিয়া আ. ছিলেন তাদের মধ্যে একজন। তার স্ত্রী ছিলেন হযরত হারুন আ. এর বংশধর এবং তার নাম ছিলো হযরত ইলিছাবেত রা.। (৬)তারা দু'জনই আল্লাহর চোখে দীনদার ছিলেন এবং আল্লাহর বাধ্য থেকে তাঁর সমস্ত হুকুম নিখুঁতভাবে পালন করতেন। (৭)তাদের কোনো ছেলেমেয়ে ছিলো না, কারণ হযরত ইলিছাবেত রা. ছিলেন বন্ধ্যা এবং তাদের বয়সও খুব বেশি হয়ে গিয়েছিলো।

(৮)একবার নিজের দলের পালার সময় তিনি ইমাম হিসেবে আল্লাহর এবাদত করছিলেন। (৯)ইমাম নির্বাচনের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা তাকেই বেছে নেয়া হয়েছিলো, যেনো তিনি বায়তুল মোকাদ্দসের পবিত্র-স্থানে গিয়ে সুগন্ধি জ্বালাতে পারেন। (১০)হযরত জাকারিয়া আ. যখন সুগন্ধি জ্বালাচ্ছিলেন, তখন সমাজের সব লোক বাইরে মোনাজাত করছিলো।

(১১)এমন সময় সুগন্ধি জ্বালানোর স্থানের ডান দিকে আল্লাহর এক ফেরেস্তা হঠাৎ এসে তাকে দেখা দিলেন। (১২)তাকে দেখে হযরত জাকারিয়া আ. অস্থির হয়ে উঠলেন এবং ভয় তাঁকে ঘিরে ধরলো। (১৩)ফেরেস্তা তাকে বললেন, "জাকারিয়া, ভয় করো না, কারণ তোমার মোনাজাত কবুল হয়েছে। তোমার স্ত্রী ইলিছাবেতের একটি ছেলে হবে এবং তুমি তার নাম রাখবে ইয়াহিয়া। (১৪)সে তোমার খুশি ও আনন্দের কারণ হবে এবং তার জন্মে আরো অনেকে আনন্দিত হবে; (১৫)কারণ আল্লাহর চোখে সে মহান হবে। সে কখনো আঙুররস বা নেশাজাতীয় কোনো কিছু পান বা গ্রহণ করবে না। এমনকি মায়ের গর্ভে থাকতেই সে আল্লাহর রুহে পূর্ণ হবে।

(১৬)বনি-ইস্রাইলের অনেককেই সে তাদের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিনের কাছে ফিরিয়ে আনবে। (১৭) সে হযরত ইলিয়াস আ. এর রুহ ও ক্ষমতা নিয়ে তাঁর আগে আসবে, যেনো সে পিতার মন সন্তানের দিকে, অবাধ্যদের দীনদারীর জ্ঞানের দিকে ফেরাতে এবং আল্লাহর জন্য একদল লোককে প্রস্তুত করতে পারে।"

(১৮)হযরত জাকারিয়া আ. ফেরেস্তাকে বললেন, "এসব যে ঘটবে তা আমি কীভাবে বুঝবো? কারণ আমি তো বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার স্ত্রীও বৃদ্ধা।"

(১৯)ফেরেস্তা তাকে বললেন, "আমি জিব্রাইল, আমি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সাথে কথা বলার ও তোমাকে এই সুখবর দেবার জন্য আমাকে পাঠানো হয়েছে। (২০)আমার কথা সময়মতোই পূর্ণ হবে কিন্তু তুমি আমার কথায় বিশ^াস করোনি বলে যতোদিন এসব না ঘটে, ততোদিন তুমি কথা বলতে পারবে না- বোবা হয়ে থাকবে।"

(২১)এদিকে লোকেরা হযরত জাকারিয়া আ. এর জন্য অপেক্ষা করছিলো। বায়তুল-মোকাদ্দসের পবিত্র-স্থানে তার দেরি হচ্ছে দেখে তারা চিন্তা করতে লাগলো। (২২)তিনি যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাদের সাথে কথা বলতে পারলেন না। এতে তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি সেখানে কোনোকিছু দেখেছেন। তিনি তাদের কাছে ইশারা করতে থাকলেন কিন্তু কথা বলতে পারলেন না। (২৩)ইমামতির কাজ শেষ হওয়ার পর তিনি বাড়ি ফিরে গেলেন।

(২৪)সেই দিনগুলোর পর তাঁর স্ত্রী হযরত ইলিছাবেত রা গর্ভবতী হলেন এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে বাইরে গেলেন না। (২৫)তিনি বললেন, "আল্লাহ আমার জন্য একাজ করেছেন। মানুষের কাছে আমার লজ্জা দূর করার জন্য তিনি আমার প্রতি নজর দিয়েছেন।"

(২৬)তার যখন ছ'মাসের গর্ভ, তখন আল্লাহ গালিলের নাসরত গ্রামের এক কুমারীর কাছে হযরত জিব্রাইল আ. কে পাঠালেন। (২৭)হযরত দাউদ আ. এর বংশের হযরত ইউসুফ র. নামে এক লোকের সাথে তাঁর বিয়ে ঠিক হয়েছিলো। সেই কুমারীর নাম ছিলো হযরত মরিয়ম আ.। (২৮)তিনি তার কাছে এসে তাকে বললেন, "আস্সালামু আলাইকুম, তুমি আল্লাহর বিশেষ রহমত পেয়েছো; তিনি তোমার সাথে আছেন!" (২৯)কিন্তু একথা শুনে হযরত মরিয়ম আ. হতবাক হয়ে গেলেন এবং ভাবতে লাগলেন, এই সব কথার মানে কী!

(৩০)ফেরেস্তা তাকে বললেন, "মরিয়ম, ভয় করো না, কারণ তুমি আল্লাহর রহমত পেয়েছো। (৩১)এখন তুমি গর্ভবতী হবে আর তোমার একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম রাখবে ইসা। (৩২)তিনি মহান হবেন; তাঁকে সর্বশক্তিমানের একান্ত প্রিয় মনোনীতজন বলা হবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত দাউদ আ. এর সিংহাসন তাঁকে দেবেন। (৩৩)তিনি হযরত ইয়াকুব আ. এর বংশের লোকদের ওপর চিরকাল রাজত্ব করবেন; তাঁর রাজত্ব কখনো শেষ হবে না।"

(৩৪)হযরত মরিয়ম আ. ফেরেস্তাকে বললেন, "এটি কীভাবে হবে, আমি তো এখনো কুমারী? " (৩৫)ফেরেস্তা তাঁকে বললেন, "আল্লাহর রুহ তোমার ওপর আসবেন এবং সর্বশক্তিমানের শক্তি তোমাকে ছায়া দেবে। এজন্য যে-সন্তানের জন্ম হবে, তিনি হবেন পবিত্র এবং তাঁকে আল্লাহর একান্ত প্রিয় মনোনীতজন বলে ডাকা হবে। (৩৬)দেখো, এই বৃদ্ধ বয়সে তোমার আত্মীয়া ইলিছাবেতও ছেলে গর্ভে ধারণ করেছে। লোকে তাকে বন্ধ্যা বলতো কিন্তু এখন তার ছ'মাসের গর্ভ চলছে। (৩৭)আসলে, আল্লাহর পক্ষে কোনোকিছুই অসম্ভব নয়।"

(৩৮)হযরত মরিয়ম আ. বললেন, "আমি আল্লাহর দাসী; আপনার কথামতোই আমার প্রতি তা হোক।" এরপর ফেরেস্তা তার কাছ থেকে চলে গেলেন।

(৩৯)সেই দিনগুলোতে হযরত মরিয়ম আ. ইহুদিয়া প্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটি গ্রামে গিয়ে থাকলেন। (৪০)তিনি সেখানে হযরত জাকারিয়া আ. এর বাড়িতে ঢুকে হযরত ইলিছাবেত রা.-কে সালাম জানালেন।

(৪১)তিনি যখন হযরত মরিয়ম আ. এর সালাম শুনলেন, তখন তাঁর গর্ভের শিশুটি নেচে উঠলেন এবং হযরত ইলিছাবেত রা. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হলেন। (৪২)তিনি চিৎকার করে বললেন, "মহিলাদের মধ্যে তুমি রহমতপ্রাপ্তা এবং তোমার গর্ভের ফলও রহমতপ্রাপ্ত। (৪৩)আমার প্রতি কেনো এমন হলো যে, আমার মনিবের মা আমার কাছে এসেছে? (৪৪)কারণ

তোমার সালাম শোনার সাথে সাথে আমার গর্ভের শিশুটি আনন্দে নেচে উঠলো। (৪৫)সে-ই ধন্য, যে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার কাছে যা বলেছেন তা পূর্ণ হবে।"

(৪৬)হযরত মরিয়ম আ. বললেন, "আমার হৃদয় আল্লাহর প্রশংসা করছে। (৪৭)আমার অন্তর আমার নাজাতদাতা আল্লাহর প্রশংসা করছে। (৪৮)কারণ তিনি তাঁর এই সামান্য দাসীর দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই এখন থেকে সর্বকালের লোকেরা আমাকে ভাগ্যবতী বলবে। (৪৯)কারণ সর্বশক্তিমান আমার জন্য মহৎ কাজ করেছেন- সুবহান আল্লাহ! (৫০)যারা তাঁকে ভয় করে, বংশের পর বংশ ধরেই, তিনি তাদের দয়া করেন। (৫১)তিনি নিজ হাতে মহাশক্তির কাজ করেছেন। তিনি অহংকারীদের অহংকারী চিন্তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। (৫২)তিনি সিংহাসন থেকে ক্ষমতাশালীদের নামিয়ে দিয়েছেন এবং অবহেলিতদের উন্নত করেছেন। (৫৩)ক্ষুধার্তদের তিনি ভালো ভালো জিনিস দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন এবং ধনীদের খালি হাতে বিদায় করেছেন। (৫৪)তিনি তাঁর রহমতের কথা স্মরণ করে তাঁর বান্দা ইয়াকুবকে দয়া করেছেন। (৫৫)আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ. ও তাঁর বংশের প্রতি চিরকালের ওয়াদার কথা তিনি মনে রেখেছেন।" (৫৬)হযরত মরিয়ম আ. প্রায় তিন মাস তাঁর কাছে থাকার পর নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেন।

(৫৭)সন্তান প্রসবের সময় হলে হযরত ইলিছাবেত রা. একটি ছেলের জন্ম দিলেন। (৫৮)তার প্রতিবেশী ও আত্মীয়েরা শুনলো যে, আল্লাহ তার প্রতি অশেষ দয়া করেছেন এবং তারা তাঁর সাথে আনন্দ করলো। (৫৯)আট দিনের দিন তারা ছেলেটির খতনা করাতে এলো এবং ছেলেটির নাম তার পিতার নামানুসারে জাকারিয়া রাখতে চাইলো। (৬০)কিন্তু তার মা বললেন, "না, তাকে ইয়াহিয়া বলে ডাকা হবে।" (৬১)তারা তাকে বললো, "ওই নাম তো আপনার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে কারো নেই।" (৬২)তখন তারা ইশারায় ছেলেটির পিতার কাছে জানতে চাইলো, তিনি কী নাম রাখতে চান। (৬৩)তিনি লেখার জিনিস চেয়ে নিয়ে লিখলেন, "ওর নাম হবে ইয়াহিয়া।" এতে সবাই অবাক হলো।

(৬৪)তখনই তার মুখ খুলে গেলো ও তার জিভ মুক্ত হলো এবং তিনি কথা বলতে ও আল্লাহর প্রশংসা করতে লাগলেন। (৬৫)এতে প্রতিবেশীরা সবাই ভয় পেলো। আর ইহুদিয়ার সমস্ত পাহাড়ি এলাকার লোকেরা এসব বিষয়ে বলাবলি করতে লাগলো।

(৬৬)যারা এসব কথা শুনলো, তারা প্রত্যেকেই মনে মনে ভাবতে লাগলো আর বললো, "এই ছেলেটি তাহলে কী হবে?" নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে আছেন!"

(৬৭)তার পিতা হযরত জাকারিয়া আ. আল্লাহর রুহে পূর্ণ হয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন- (৬৮)"হযরত ইয়াকুব আ. এর মালিক আল্লাহর প্রশংসা হোক। কারণ তিনি তাঁর নিজের লোকদের উদ্ধারের জন্য এসেছেন ও তাদের মুক্ত করেছেন। (৬৯,৭০)অনেক আগেই পবিত্র নবিদের মাধ্যমে তিনি যেকথা বলেছিলেন, সেই কথা অনুসারে তাঁর বান্দা হযরত দাউদ আ. এর বংশ থেকে আমাদের জন্য এক ক্ষমতাশালী নাজাতদাতাকে তুলেছেন, (৭১)যেনো শত্রুদের এবং যারা আমাদের ঘৃণা করে, তাদের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাই।

(৭২-৭৫)তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহিম আ.র কাছে তাঁর করা ওয়াদা এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁর দয়া ও পবিত্র চুক্তির কথা স্মরণ করেছেন, যেনো তিনি শত্রুদের হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করেন এবং আমরা চিরদিন নির্ভয়ে, পবিত্রতার সাথে ও সৎভাবে তাঁর ইবাদত করতে পারি।

(৭৬)হে আমার সন্তান, তোমাকে সর্বশক্তিমানের নবি বলা হবে; কারণ তুমি মনিবের পথ প্রস্তুত করার জন্য তাঁর আগে আগে যাবে। (৭৭)তুমি তাঁর লোকদের গুনাহ মাফের মাধ্যমে কীভাবে নাজাত পাওয়া যায় তা জানাবে, কারণ (৭৮)আল্লাহর মহাদয়ায় বেহেস্ত থেকে এক উঠন্ত সুর্যের আলো আমাদের ওপর প্রকাশিত হবে, (৭৯)যেনো যারা অন্ধকারে ও মৃত্যুর ছায়ায় বসে আছে, তাদের আলো দিতে এবং আমাদেরকে শান্তির পথে চালাতে পারেন।" (৮০)শিশুটি বেড়ে উঠলেন ও মানসিকভাবে শক্তিশালী হলেন এবং হযরত ইয়াকুব আ. এর সন্তানদের সামনে প্রকাশিত হওয়ার আগ পর্যন্ত নির্জন এলাকায় থাকলেন।